গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. অশোক কুমার বিশ্বাস সিনিয়র সহকারী সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	ভার্চুয়াল (জুম অ্যাপস)
সভার তারিখ	:	২৩.০৬.২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকায়
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

জুম ক্লাউডে যুক্ত হয়ে সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিল্পকারখানার মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সভাপতি একে-একে উপস্থিত সদস্যগণকে উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব জনাব মো: মাসুদ রানা, ম্যানেজার, এইচআর, আল্টিমেট ফ্যাশন লিমিটেড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা সভায় বলেন, আমাদের সাভার অঞ্চলে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) কলকারখানা পরিদর্শন করেন। তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের ফ্যাক্টরি ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। শুরু থেকে সরকার এবং বিজিএমইএ কর্তৃক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয় তা প্রাধান্য দিয়ে আমরা পালন করার চেষ্টা করি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কর্মে আগ্রহী করে ধরে রাখতে চাই। সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকি। নাইট-শিফটে কাজ করলে বিশেষ ভাতা দেয়া হয়। এ কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মোছাঃ সুমি খাতুন, কর্মী, আল্টিমেট ফ্যাশন লিমিটেড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, এ কারখানায় শ্রমিকদের কোনো সমস্যা নেই। অন্যান্য কলকারখানার তুলনায় আমরা শ্রমিক হিসেবে যারা এখানে কাজ করি তারা অনেক ভালো আছি। আমাদের কোনো সমস্যা হলে মালিকপক্ষ ও সরকারপক্ষের শ্রম পরিদর্শকের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা করে তা সমাধান করা হয়।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব মোঃ মঈনউদ্দিন পাটওয়ারী, ম্যানেজার, এইচআর ও অ্যাডমিন, প্রাইম মাস্টর প্রিন্টিং এঅ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। আমরা বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এখানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক নিয়মিত পরিদর্শন করেন। তিনি ফ্যাক্টরির নিরাপত্তা, বাংলাদেশ শ্রম আইন মেনে চলা, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী কাজ করা, বিশুদ্ধ পানি আছে কি না, শ্রমিক সমস্যা আছে কি না এবং তা জরুরিভত্তিতে সমাধান হয় কি না এসব বিষয়ে নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ কারখানার মালিক জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামের একটি বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আমাদের কারখানার মালিক বলেন, তোমরা ভালো থাকলে আমি ভালো থাকবো"। এ কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আছে। এখানে পিতৃত্বকালীন ০৩ দিন ছুটি দেয়া হয়। এ ছুটি অন্যান্য ছুটির বাইরে শ্রমিকগণ ভোগ করে থাকে। কোনো নারী শ্রমিকের সন্তান ভূমিষ্ট হলে সেই নারীশ্রমিককে নগদ ১০ হাজার টাকা এ প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ নেই।

তিনি আরও বলেন, আমাদের শ্রমিকরা নির্দিষ্ট পোশাক পরে সবসময় কাজ করে না। কোভিড-১৯ বিস্তারকালে যেভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনে কাজ করা প্রয়োজন সেভাবে মানা হয় না। এসব বিষয় নজরে নেয়া প্রয়োজন। কখনও কখনও পাবলিকের

সঙ্গে, রাজপথে ড্রাইভারদের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাদ হয়। শ্রমিকদের দাবি রাজপথে চলে আসে। সেসব ক্ষেত্রে সরকারপক্ষ আরও ভালোকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে কি না সে ব্যাপারে বিবেচনা করার অনুরোধ করছি।

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব মো: ইলিয়াস, ইনচার্জ, গ্লু বাইন্ডিং, প্রাইম মাস্টার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান কাজ হচ্ছে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং। সকাল ৮ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত কাজ করি। এর মধ্যে ১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত লাঞ্চ বিরতি থাকে। এ প্রতিষ্ঠোনের মালিক অনেক ভালো। তিনি আমাদের শ্রম আইনে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন। তাছাড়া, বার্ষিক পিকনিক, মাঝে মধ্যে বিশেষ খাওয়া দাওয়া করিয়ে শ্রমিকদের চিত্তবিনোদন করে থাকে। আমরা এ প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন পাই।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব মোঃ রাশেদুল হক, সিনিয়র অফিসার (এইচআর), মেট্রো নিটিং এন্ড ডায়িং মিলস লিমিটেড (ফ্যাক্টরি-২), আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সন্তানদের তিনটি পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এসএসসি, এইচএসসি ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয় মাসে ১৫০০-৩০০০ টাকা। এ সুবিধা প্রতিবছর ৪০ জন শ্রমিকের সন্তান পেয়ে থাকেন। কারখানার মালিক শ্রমিকদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার প্রদানের বাহিরে বার্ষিক উৎসব, স্থানীয় রাস্তাঘাট উন্নয়ন, মাদ্রাসা, মসজিদ ও মন্দির উন্নয়ন অর্থ ব্যয় করেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বায়ার এন্টি-কোরাপশন পলিসি আছে।

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব আসাদুজ্জামান রিপন, কোয়ালিটি, ইন্সপেক্টর, মেট্রো নিটিং এন্ড ডায়িং মিলস লিমিটেড (ফ্যাক্টরি-২), আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা বলেন, আমি এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরি করছি। শ্রমিকগণ কোনো সমস্যায় পড়লে মালিক ফ্রি-সার্ভিস দেন, নিয়মিত সহযোগিতা করেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রম আইন শতভাগ মেনে কাজ করা হয়।

ডাঃ রাজিব, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ বলেন, আমরা শ্রমিকদের সমস্যা শুনে সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিয়মিত কাজ করে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হই।

জনাব সুদীপচন্দ্র দেব, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা বলেন, আমরা প্রতি মাসে ২-৩টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠান করে থাকি। গার্মেন্টস কর্মীদের সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।

জনাব মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন, আমরা প্রতিবছর নিয়মিত স্টেকহোল্ডার সভা করি। এটি জরুরি ও প্রয়োজনীয়। সভার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। এ সভায় এ পর্যন্ত মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ থেকে যেসব বক্তব্য শুনলাম তা সবই প্রশংসাসূচক। কোনো সমস্যা উল্লেখ করে কিংবা সরকারপক্ষের পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আরও কী কী করলে ভালো হয় তা উল্লেখ করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভালো ভূমিকা রাখা সম্ভব। আমরা অনলাইনে LIMA -এর মাধ্যমে সেবা দিয়ে থাকি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের হটলাইনে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের যেকোনো ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করতে পারে। আমরা সেসব অভিযোগ যথাশিগগির সম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তি করে থাকি।

শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন আইআরআই, টঙ্গীর উপ-পরিচালক আফিফা বেগম সভায় জানান, প্রতিবছর আইন বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানে সরাসরি গিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মকর্তাগণ গার্মেন্টস কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়। এ বছর গার্মেন্টস সেক্টরে ২৩টি কারখানায় সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টেক্সটাইল ও ওষুধ কারখানাতে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা বলেন, আমরা কলকারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে আশুলিয়া অঞ্চলের শ্রম অসন্তোষ নিরসন করে থাকি। মালিক ও শ্রমিকগণের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ে কোনো জটিলতা বা সমস্যা উত্থিত হলে তা সমাধানে আইনানুগ পরামর্শ প্রদান করি। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের যেকোনো ধরনের সমস্যা হলে আমরা বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী তা সমাধান করে থাকি।

২। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

(ক) মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিগণকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-র ওপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও সচেতন করে তুলতে হবে;
(খ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মেনে পরিদর্শন কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে।
(গ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাগণকে অধিক দায়িত্ববান ও সতর্ক থাকতে হবে;
(ঘ) কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।;
(ঙ) কারখানাসমূহের অবকাঠামো ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
(চ) কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করতে হবে।
(ছ) কলকারখানায় কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে বা কোনো অনিয়ম প্রদর্শিত হলে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের যেকোনো ব্যক্তি হটলাইনে অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার চাইবেন।

৩। পরিশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/০৬/২০২২

(ড. অশোক কুমার বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ও
বিকল্প শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়